

সত্য ও রসদি

এটাই সত্য।

স্মুট-টাই পরা সত্য নয়, সেই ধরনের নয় যা গম্ভীর সংগীতের সঙ্গে টেলিভিশনে আসে। আমার সত্যের জুতো ক্షযে গেছে, নঃশ্বাস ছোট, হাতে একটি চিঠি শিক্ত করে ধরা। এমন সত্য যা সাধারণ রাস্তায় হটেছে, সাধারণ খামরে ভেতরে, সলিমোহর, ঠকানা আর বন্ধ জানালার মধ্য দিয়ে।

চিঠিটি পোপের হাতে পোঁছে দেওয়া হয়ছে।

আর এখানে প্রমাণ ছাড়া আর কিছু যোগ করার নই। প্রাপ্ত রসদিটি সখোনই আছে, নীরব ও নখুঁত, যভোবে সেই জনিসিগুলি থাকে যাদরে চংকার করার দরকার হয় না। এটি বলে চিঠিটি পোঁছেছে। এটি বলে কটে একজন তা গ্রহণ করছে। এটি বলে যে সেই মুহূর্ত থেকে কটে আর ভান করতে পারে না যে চিঠিটি কখনও পাঠানোই হয়নি।

রসদি কবেল এক টুকরো কাগজ নয়। এটি উদাসীনতার বন্দিধে একটি ছোট রায। এটি সেই দললি যা সন্দহেকে বাস্তবতা থেকে আলাদা করে। আগে ছিল একটি চিঠি পরে আছে এমন একটি চিঠি যা তার গন্তব্যে পোঁছেছে।

এই কারণই আমতি পৃথিবীকে দেখাই।

অহংকার থেকে নয়। শব্দ করার জন্য নয়। একটি কাজকে পদকে পরণিত করার জন্য নয়। আমি দেখাই কারণ কিছু সত্য, যদি দরোজে বন্ধ থাকে, প্রায় মথিয়া হয়ে ওঠে। আর আমি চাই না এই গল্প অন্যরো বলুক, বকিত করে, একটি ক্షণস্থায়ী গুজবে বা ভুলে যাওয়ার মতো অদ্ভুত ঘটনায় নামিয়ে এনে।

চিঠিটি আমার কাছ থেকে রওনা হয়েছিল, কিন্তু এখন আর তা কবেল আমার নয়। এটি দূরত্ব পরেয়েছে, প্রাপকরে কাছে পোঁছেছে, এবং একটি চহ্নি রখে গেছে। বাস্তব চহ্নি, যাচাইযোগ্য, কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুছে ফেলো অসম্ভব।

তাই পৃথিবী জানুক যে আমি লিখিছি।

পৃথিবী জানুক যে চিঠিটি পোঁছে দেওয়া হয়ছে।

পৃথিবী জানুক যে কখনও কখনও সত্য শঙ্গি বাজিয়ে আসে না। এটি আসে একটি খামরে ভেতরে। মৃদু কড়া নাড়ে। একটি রসদি তা লপিবিদ্ধ করে। তারপর তা সখোনই থেকে যায়, সকলরে চোখে সামনে, অপক্షা করে কারও সাহস হবে তা পড়ার।

এটি পৃথিবীর প্রতি আমার বজ্রপত্নি: পোপকে লেখা চিঠিটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আর তার
সঙ্গে এসেছে কিছুই ঘটেনি এমন ভান না করার দায়িত্ব।

রসদি অল্প কথা বলে।

কিন্তু সবটুকু বলে দিয়ে।
